সংবাদ

20 APR [illegible]

# বরিশালে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণে অনিয়ম

**প্রতিনিধি, বরিশাল**

শিশু শিক্ষা বিকাশে শিক্ষাসামগ্রী (টিএলএম) ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে বরিশাল জেলায়। এখানকার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে নিম্নমানের সামগ্রী বিতরণ করে কোথাও প্রায় অর্ধেক পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে জিম্মি হয়ে প্রধান শিক্ষকরা এই অনিয়ম মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকটা নিরুপায় হয়ে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বাবুগঞ্জ, উজিরপুরসহ অন্য উপজেলাগুলো থেকে শিক্ষা অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর। এর প্রেক্ষিতে বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মু. জামাল হোসাইনের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপ-পরিচালক তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিশুদের মেধা ও মনন বিকাশে ২৯টি বিষয়ে ট্রেনিং ও টিচিং মেটেরিয়ালস (টিএলএম) বিতরণ করতে বরিশাল জেলার ৯৫১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮২৫টি বিদ্যালয় তালিকাভুক্ত হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিপরীতে ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দিয়ে বরিশাল জেলায় সোয়া ৮ লাখ টাকার শিক্ষাসামগ্রী ক্রয়ের নির্দেশ রয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল সদর উপজেলায় ১১৮টি, হিজলা উপজেলায় [illegible]টি, মুলাদিতে [illegible]টি, মেহেন্দিগঞ্জে [illegible]টি, বাবুগঞ্জে ৫৯টি, উজিরপুরে ৮৯টি, গৌরনদীতে ৭৫টি, আগৈলঝাড়ায় ৫৫টি, বানারিপাড়াতে ৭০টি এবং বাকেরগঞ্জ উপজেলায় ১৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় টিএলএম সামগ্রী ক্রয়ের তালিকাভুক্ত হয়েছে। বাকেরগঞ্জ উপজেলার ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আ. হক জানান, নিয়ম হলো শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি রেজুলেশনের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে ক্ষমতা প্রদান করবেন। প্রধান শিক্ষক শিক্ষাসামগ্রী ক্রয় করে বাউচার সহকারে চেক প্রাপ্তির আবেদন করবেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বরাবরে। প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা একজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্তপূর্বক সুপারিশ পেয়ে চেক প্রদান করবেন। বাস্তবে বরিশালের বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাসামগ্রী ক্রয়ের বিষয়ে নিয়মের পরিবর্তে হয়েছে অনিয়ম। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা ক্লাস্টারের দায়িত্বে থাকা এটিওদের মাধ্যমে তার আওতাভুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে নিম্নমানের শিক্ষাসামগ্রী অনেকটা জোর করেই চাপিয়ে দিয়েছে। ২৯টি আইটেমের মধ্যে স্কেল, ঘড়ি, চার্ট, জ্যামিতি বক্স, ফুটবল, পাম্পার, প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স তালিকাভুক্ত হলেও কোথাও সঠিকভাবে দেয়া হয়নি আর যা দেয়া হয়েছে তার মান অত্যন্ত নিম্ন বলে প্রধান শিক্ষকরা জানিয়েছেন। এতে করে আরএন সাপ্লাইয়ার্স বা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে উপযাচক হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের লোভনীয় অফার দেয়াতে নিম্নমানের উপকরণ ক্রয় করে বরাদ্দের ১০ হাজার টাকার মধ্যে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালসের এ টাকা হালাল করতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা প্রধান শিক্ষকদের ১০ হাজার টাকার চেকেই স্বাক্ষর করাতে বাধ্য করেছেন। অনিয়মের বিষয়ে এইমধ্যে বাবুগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মু. জামাল হোসাইনের বিরুদ্ধে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের দাবি বিদ্যালয়ে সাপ্লাই দেয়া উপকরণ দেখলেই অনিয়মের বিষয়টি সহজেই অনুমেয় হবে।

সর্বপরি শিক্ষাসামগ্রী ক্রয়ের এই অনিয়মে প্রভাব পড়বে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা এবং মেধা বিকাশে বলে অভিভাবকরাও চাচ্ছেন এই অনিয়মের সঠিক তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হোক দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে।